

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

258312 - মৃত প্রাণীর হাড় এবং এ দিয়ে তরীকৃত পাত্রের হুকুম

প্রশ্ন

তীন কর্তৃক হাড় দিয়ে তরীকৃত পাত্রের খাওয়া কি জায়যে হব? চাইনাতে কোন ধরণের হাড় থেকে পাত্রগুলো তরী করা হয় সগেলোর উৎস সম্পর্কে আমি জানি না।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আহলে কতিবরা (ইহুদী ও খ্রিস্টান) ছাড়া মুশরকি কর্তৃক যা কিছু জবাই করা হয় সগেলো মৃতপ্রাণী হিসেবে গণ্য। এমনকি সবে জবাইকৃত প্রাণী যদি গাশত খাওয়া জায়যে এমন প্রাণী হয় তবুও।

দেখুন: [34496](#) নং প্রশ্নোত্তর।

পক্ষান্তরে, মৃতপ্রাণীর হাড় ব্যবহার করা— সবে প্রাণী গাশত খাওয়া জায়যে এমন প্রাণী হোক; কথিবা গাশত খাওয়া নাজায়যে এমন প্রাণী হোক— আলমেগণ এ নিয়ে মতভেদে করছেন; সটো কি পবতির; নাকি নাপাক?

জমহুর আলমে এর অভিমত হচ্ছে— এটি নাপাক। হানাফী আলমেগণ তাদের সাথে মতভেদে করছেন। তারা এটাকে পবতির বলেন।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

"মৃতপ্রাণীর হাড় নাপাক; সটো গাশত খাওয়া জায়যে এমন প্রাণীর হাড় হোক; কথিবা গাশত খাওয়া নাজায়যে এমন প্রাণীর হাড় হোক। এটি কোন অবস্থায় পবতির হব না। এটা হচ্ছে ইমাম মালকে, শাফয়েি ও ইসহাকের মাযহাব।

আর ইমাম ছাওরী ও আবু হানফির মাযহাব হচ্ছে— এটি পবতির। কোননা হাড়েরে মৃত্যু ঘটবে না; তাই এটি অপবতির হয় না; চুলেরে মত।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কনেনা গশেত ও চামড়া অপবত্র হওয়ার হতু হল এর সাথে রক্ত ও আর্দ্রতা যুক্ত থাকা। হাড়ের মধ্যে এটি পাওয়া যায় না।

আমাদরে দললি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী: "সে বলবে, '(মৃতরে) কষয়প্রাপ্ত হাড়গুলোকে প্রাণ দবিনে?' বলুন, যনি প্রথমবার সগেলুকে সৃষ্টি করছনে তনিহি প্রাণ দবিনে। প্রতটি সৃষ্টির ব্যাপারে তনি সম্যক অবগত।"[সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৭৯]

আর যহেতু প্রাণ থাকার আলামত হচ্ছে অনুভূতি ও ব্যথা পাওয়া। হাড়ের মধ্যে গশেত ও চামড়ার চয়ে বশৌ ব্যথা পাওয়া যায়।

যে জনিসিরে মধ্যে প্রাণ আছে সে জনিসিরে মৃত্যুও আছে। যহেতু মৃত্যু মানে প্রাণেরে বচ্ছদে। যে জনিসিরে মৃত্যু ঘটবে সেটো নাপাক হয়; যমেন গশেত।"[আল-মুগনী" (১/৫৪) থকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এ অভমিতকে অগ্রগণ্যতা দয়িছনে। দখুন: "আল-শারহুল মুমতী" (১/৯৩)।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) হানাফি মাযহাবেরে অভমিতকে নর্বাচন করছনে। তনি বলেন:

"মৃতপ্রাণীর হাড়, শং ও নখ এবং এ জাতীয় যা কিছু আছে যমেন খুর, চুল, পালক ও পশম ইত্যাদি: পবত্রি। এটি ইমাম আবু হানফিার অভমিত। মালকে ও হাম্বলি মাযহাবে এমন একটি কথা আছে।

এ অভমিতটি সঠিক। কনেনা এ জনিসিগুলোর মূল বধিান হলো পবত্রিতা; আর এগুলো অপবত্রি হওয়ার পক্ষযে কনেন দললি নহে।

তাছাড়া এ জনিসিগুলো ভাল শ্রণীয়; মন্দ শ্রণীয় নয় যবে, হালাল বরণনাকারী আয়াতরে অধীনে এগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ আল্লাহ যা কছিকে মন্দ শ্রণীয় হিসাবে হারাম করছনে সগেলোর মধ্যে এ জনিসিগুলো পড়বে না; শব্দগত দকি থকেও নয় এবং মর্মগত দকি থকেও নয়।

শব্দগত দকি থকে নয়; যমেন আল্লাহর বাণী: **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ** (তোমাদরে উপর মৃতপ্রাণী হারাম করা হয়ছে) এর মধ্যে চুল ও এ জাতীয় জনিসিগুলো পড়ে না। অর্থাৎ যহেতু মৃতরে বপিরিত জীবতি। জীবন দুই প্রকার: প্রাণীর জীবন ও উদ্ভদিরে জীবন। প্রাণীর জীবনরে বশেষ্ট্য হল: অনুভূতি ও ইচ্ছাধীন নড়াচড়া। আর উদ্ভদিরে জীবনরে বশেষ্ট্য হচ্ছে: বৃদ্ধি পাওয়া ও পুষ্টি গ্রহণ।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

হারামকৃত মৃতপ্রাণী: যাতনে অনুভূতি ও ইচ্ছাধীন নড়াচড়া নহে। পক্ষান্তরে, চুল বাড়তে ও পুষ্টগ্রহণ করে এবং উদ্ভিদে মত লম্বা হয়। উদ্ভিদে কোন অনুভূতি নহে এবং উদ্ভিদে নজি ইচ্ছায় নড়াচড়া করে না। এর মধ্যে জীবের মত প্রাণ নাই যে, সে প্রাণেরে বচ্ছিদে মৃত্যুবরণ করবে। সুতরাং এমন জনিসি নাপাক হওয়ার কোন যুক্তি নহে।

যারা এমন অভিমত ব্যক্ত করেন তাদেরকে বলা হবে: আপনারা নজিরোও তো আয়াতেরে শাব্দিকি ব্যাপকতাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন না। কেননা যে সব প্রাণীর রক্ত নাই; যমেন- (মরা) মাছি, বচ্ছু ও পোকা; এগুলো আপনাদেরে নকিটেও অপবিত্র নয় এবং জমহুর আলমেরে কাছতেও অপবিত্র নয়। অথচ এ এগুলোর মৃত্যু জীবেরে মৃত্যুর মত।

ব্যাপারটি যেহেতু এ রকম এর থেকে জানা গেলে যে, মৃতপ্রাণী অপবিত্র হওয়ার হেতু হল মৃতপ্রাণীর মধ্যে রক্ত জমাট হয়ে থাকা। আর যে প্রাণীর মাঝে তরল রক্ত নহে সেটা মারা গেলেও তাতে কোন রক্ত জমাট বাধে না; তাই সেটা নাপাক হয় না।

তাই এ ধরণেরে জীবেরে চয়ে হাড় ও হাড় জাতীয় জনিসি নাপাক না হওয়া অধিক যুক্তযুক্ত। কেননা হাড়েরে ভেতরে কোন তরল রক্ত নাই এবং হাড়েরে ইচ্ছাধীন নড়াচড়াও নাই; অন্যকছির অনুবর্তী হওয়া ছাড়া।

সুতরাং অনুভূতি শক্তির অধিকারী, স্ব-ইচ্ছায় নড়াচড়াকারী পরপূরণ জীব যদি এর মধ্যে তরল রক্ত না থাকার কারণে নাপাক না হয় তাহলে হাড়েরে ভেতরে তরল রক্ত না থাকার পরেও সেটা কভাবে নাপাক হবে...?

বসিয়টি যেহেতু এমন অতএব, হাড়, নখ, শিং, খুর ইত্যাদি যাতনে প্রবহমান রক্ত নাই সেগুলো নাপাক হওয়ার কোন যুক্তি নাই। এটাই অধিকাংশ সালাফেরে অভিমত।

যুহরী বলেন: এ উম্মতেরে উত্তম প্রজন্ম হাতরি হাড় দিয়ে তরীকৃত চরিনী দিয়ে মাথা আঁচড়াতনে।

হাতরি দাঁতেরে ব্যাপারে একটা পরিচিতি হাদিসি বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু সে হাদিসিরে ব্যাপারে কিছু কথাবার্তা আছে। এটা সে আলোচনা করার স্থান নয়। কারণ আমাদেরে সে হাদিসি দিয়ে দলিল দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

আরও বলা যায়, চামড়া তো মৃতপ্রাণীর অংশবিশেষে। চামড়ার মধ্যে রক্ত আছে; যমেনভাবে মৃতপ্রাণীর অন্য সকল অংশে রক্ত রয়েছে। তা সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চামড়া দাবাগতকরণ (প্রক্রিয়াজাত করণ)কে চামড়ার জবাই হিসেবে গণ্য করছেন। কেননা প্রক্রিয়াজাতকরণ চামড়ার আর্দ্রতাকে শুকিয়ে ফেলে।

এটা প্রমাণ করে যে, অপবিত্রতার কারণ হল আর্দ্রতা। হাড়েরে মধ্যে কোন তরল রক্ত নাই। হাড়েরে ভেতরে যা কিছু থাকে সেটা শুকিয়ে যায়। হাড়কে চামড়ার চয়ে বেশি সময় সংরক্ষণ করা যায়। সুতরাং চামড়ার চয়ে হাড় পবিত্র হওয়া অধিক

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

উপযুক্ত।"[আল-ফাতাওয়া কুবরা (১/২৬৬-২৭১) সমাপ্ত]

সংক্ষিপ্তসার:

যদি এ পাত্ৰগুলো গাশত খাওয়া জায়যে এমন প্ৰাণীর হাড় দিয়ে তরীকৃত হয় য়ে প্ৰাণীকে কোন মুসলমি বা কোন আহলে কতিব জবাই করছেন তাহলে এ সব পাত্ৰ পবতিৰ এবং এগুলো ব্যবহার করা হালাল।

আর যদি এমনটা না হয়— চীন দেশে ক্ষত্রে য়েটা ঘটীর সম্ভাবনাই প্ৰবল— তাহলে এ পাত্ৰগুলো মৃতপ্ৰাণীর হাড় থেকে তরী। মৃতপ্ৰাণীর হাড়ের ব্যাপারে আলমেদরে মতভদে খুবই শক্তশিলী। তাই একজন মুসলমিরে জন্য উত্তম হল এ ধরণে পাত্ৰ ব্যবহার করা থেকে দূরে থাকা। এগুলো ছাড়াও অনকে পাত্ৰ রয়েছে।

যদি এ পাত্ৰগুলো মৃতপ্ৰাণীর ভস্মীকৃত হাড়ের ছাই দিয়ে তরী করা হয় তাহলে সটো হতে পারে। যহেতে ছাই নাপাক নয়। যহেতে রূপান্তরে মাধ্যমে সটে পবতিৰ হয়ে যায়।

আরও জানতে দেখুন: [233750](#) নং প্ৰশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।